আজকের কাগজ

17

তারিখ 07 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

রক্তাক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইংরেজ আমলে এক জন, পাকিস্তানী আমলে দুই জন এবং বাংলাদেশ আমলে আন্তঃদলীয় ও অন্তর্দলীয় সংঘাতে একচল্লিশ জন ছাত্র খুন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাত্তর বছরের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চাশ বছরে নিহত ছাত্রের সংখ্যা তিন এবং পরের একুশ বছরে একচল্লিশ জন। ইংরেজ আমলে ছাত্র নিহত হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে, পাকিস্তানী আমলে সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রতিহত করার প্রক্রিয়ায়। কিন্তু বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রাণ দিতে হচ্ছে কেন? এই হানাহানি ও রক্তপাতের জন্যে কে দায়ী?

আমাদের বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯.৯ শতাংশ ছাত্র সন্ত্রাসবিরোধী এবং সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই দশক ধরে রক্তাক্ত সন্ত্রাসের শিকার কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। বর্তমানে দেশের ছাত্র সংগঠনগুলো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন। পাকিস্তানী আমলে এই 'অঙ্গ সংগঠন' ব্যাপারটি ছিলো না, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক থাকলেও লেজুড়বৃত্তি ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রায় প্রতিটি ছাত্র সংগঠনকে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব ও কাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেত্রীবৃন্দই স্থির করে দেন। মোটকথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ীই বর্তমানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পরিচালিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে বর্তমানে বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর কোনো স্বাধীন নেতৃত্ব নেই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশের শাসন ক্ষমতা লাভের জন্যে প্রতিযোগিতায় রত এবং সেই কাজে ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সন্ত্রাস এবং রক্তপাত চলছে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপার নয়। দেশের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের শক্তি পরীক্ষার স্থান হিসেবে ব্যবহার করার কারণেই রক্তপাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যে আজ রক্তাক্ত রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে তার কারণ দেশের ক্ষমতার লড়াই। স্বাধীনতার আগে দেশের রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য সে কারণে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সরকারী না সরকারবিরোধী দলের অধিকারে সে প্রশ্ন ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ক্যাম্পাস' শক্তির কেন্দ্রবিন্দু নয় তা অন্যত্র স্থানান্তরিত তবুও কেনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দখলে রাখা এতো গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ক্ষমতায় যাবার জন্যে ততোটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয়। এরশাদকে ক্ষমতা থেকে নামাল কারা? এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হলো কোথায়? দীর্ঘ নয় বছর এই সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল কোন এলাকা? এরশাদ তার স্বৈরশাসন আমলে কোন অঞ্চলে যেতে পারেন নি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে! বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চুয়ান্নোর নির্বাচনে নুরুল আমীনকে পরাজিত করেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে আইয়ুব-মোনেমের পতন ঘটিয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ঐ ঐতিহাসিক কারণগুলোর জন্যে আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষমতালিপ্সু মহল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কুক্ষিগত রাখতে চায়। তাই এতো সংঘাত, এতো রক্ত, এতো সন্ত্রাস। বাংলাদেশের ক্ষমতালোলুপ মহল যতোদিন তাদের লোলুপ দৃষ্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে সরিয়ে না নেবে ততোদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চলবে, রক্ত ঝরবে, এই বুঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়তি।